"মরীচিকার উপাখ্যান"

জীবনের দীর্ঘ মরুপথে আমরা প্রত্যেকেই কোনো না কোনো মরীচিকার পেছনে ছুটে চলেছি। সেই মরীচিকা কখনো একজন মানুষ, কখনো একটি অনুভব, কখনো অতীতের কোনো অপূর্ণ মুহূর্ত। "মরীচিকার উপাখ্যান" সেই সব নানা অনুভূতির আখ্যান — এক মনোঃভ্রমণের দলিল। যেখানে মানুষ তার হৃদয়ের মরুভূমিতে ছুটে চলে এক অলীক জলধারার পেছনে, যা কখনও মেলে না, তবু চলার পথকে আনন্দ-বেদনায় ভরিয়ে তোলে। এই কবিতাগুলি নিছক খেয়ালিপনা এবং তাদের জন্য, যারা হৃদয়ের নিঃসঙ্গ চর ধরে হেঁটে চলেছে—যারা অন্ধকারেও আলো খুঁজে ফিরে।

পর্ব ১: স্মৃতির জানালায় দাঁড়িয়ে

১

তোমার জানালাটা খোলা ছিল,

ঠিক তার নিচে দাঁড়িয়ে ছিলাম।

পায়ের নিচেই ছিল মরীচিকা

কখন যে ক্রমশ তলিয়ে গেলাম।

২

জলের ওপারে বসেছিলে তুমি,

নিজের প্রতিবিম্ব দেখছিলাম আমি।

জল সরে গেছে, সময় অক্ষয় ---

তোমার উপস্থিতি ছিল আমার পরিচয়।

৩

আমার না-লেখা অনেক চিঠি

প্রতিদিন পৌঁছে যায় তোমার কাছে;

কখনো উত্তর লেখো না তুমি,

না-লেখা উত্তরেই আমার মুক্তি আছে।

৪

শেষ চিঠির নিচে আর কোনো নাম ছিল না।

শুধু কয়েকটি অসম্পূর্ণ বাক্য, কথা

আমি আজও সেই চিঠি খুলে দেখি—

কাগজের ভাঁজে জমে আছে সেই সময়টা।

৫

ভাবি পথ এইখানে শেষ, না না ঐখানে --

শুরু আর শেষ ভাবতে পারিনা,

তোমার নীল চোখ যদি সমুদ্র হতে পারে

তবে আমি কেন চাতক হবো না।

৬

কথা দিই, আমরা কেউ ফিরে আসি না,

শুধু ফেরার অভিনয় করি।

এখানে মরীচিকা, ওখানে চোরাবালি,

স্মৃতির ইজেলে শুধু ছায়া হয়ে ফিরি।

৭

ট্রেন আসে, চলে যায় -- যাত্রী ওঠে-নামে,

ফেরিওয়ালা হেঁকে যায় পৃথিবী-স্টেশনে।

অলস বিকেল বেলায় দেখা মুখ খুঁজি,

তুমি আছো অন্য কামরায় এখন তা বুঝি।

৮

ফেলে আসা দুপুরের স্মৃতির গন্ধ ভেসে আসে

এখনো অনেক অনেক বছর পরে;

শার্সিতে বিঁধে থাকা ফড়িং এর মতো সময় বিদ্ধ

তোমার চোখের নিচের কালো তিলে।

৯

তোমার ঠোঁটের কিনারায় জমে আছে অন্ধকার ---

অথচ আলো ভেবে ভুল করেছি আমি ;

তোমার পেছনে ব্যয় করেছি দু-দুটো আস্ত যুগ,

অথচ ক্ষয়িত সময়গুলোই সবচাইতে দামী।

১০

চিঠিটা লেখা শেষ হয় নি এখনো

লিখতে বাকি --- "ভালো থেকো"।

যে কথা বলবো ভাবি পায় না ভাষা,

ভিজে চোখে নির্লিপ্ত স্বপ্ন এঁকো।

১১

তোমার হৃদপিণ্ড ঘড়ির মতো টিকটিক বেজে চলেছে

কবিতার খামে ভাঁজ খাওয়া নীরবতা ভেঙ্গে-চুরে।

আমি বাতাসে সাঁতার কাটা তোমার গন্ধ নিয়ে একমনে

বুদ্ধের মতো ধ্যানে নিমগ্ন রয়েছি আপন অন্তঃপুরে।

১২

তোমার চোখের চেয়ে বড়ো কোনো সাগর দেখিনি,

সেথা ডুবে আছে এক প্রজন্ম নয়, বহুপ্রজন্মের আমি।

সময়ও তিমির মতো প্রজন্মকে গিলে খেতে খেতে

ছায়ার সামনে এসে দাঁড়ায় নিদারুণ কি এক বিষাদে।

১৩

তোমাকে বেঁধেছি, নীল সুতোর গ্রন্থিতে বেঁধেছি ---

সব বুঝেও তুমি নির্বিকার থাকো;

সে বাঁধন খুলতে খুলতে কখন বিষাদে ক্লান্ত হয়ে

বরফে পা রাখো, দু'হাতে মুখ ঢাকো।

১৪

দেখেছি গানের মধ্যে তোমাকে ডুবে যেতে,

দেখেছি তখন বৃষ্টি নামে।

দেখেছি বৃষ্টির ছোঁয়ায় উল্লসিত তোমাকে,

দেখেছি অপরিচিত ধামে।

১৫

কাছে নেই তুমি --- এ এক নিরেট শূন্যতা

এই শূন্যতাটুকু আমার পৃথিবী।

আমার পৃথিবী জুড়ে মহাশূন্যের স্তব্ধতা

স্তব্ধতা চিরে হেঁটে যাও, হে মানবী।

১৬

প্রতি রাতে ঘুম ভাঙে, ঘুম ভেঙে দেখি ---

তুমি নও, ছায়া বসে জানালায় একাকী।

মুখখানা অস্পষ্ট, যেন কুয়াশায় ঢাকা

শতাব্দী প্রাচীন প্রেম নীল ফ্রেমে আঁকা।

১৭

যে জানলার ধারে বসে তুমি আকাশ দেখো ---

সেখানে বাউল বাতাস খেলে;

চায়ের কাপে মুখ দিয়ে আনমনে চেয়ে থাকো ---

আমার ছায়া বাষ্প হয়ে দোলে।

১৮

আজানের শব্দে সন্ধ্যা নামে আমার বিদগ্ধ চোখে,

মুখগুলো ঝাপসা হয়ে ওঠে ;

মুখের ভিতরে অসংখ্য মুখ কিলবিল করে, তবুও

জোছনা ফোটে তোমার ঠোঁটে।

পর্ব ২: বিচ্ছেদের মরীচিকায় অভিমানী ছায়া

১৯

তুমি মরীচিকা, ছুঁতে গিয়ে বুঝেছি বারবার

তুমি নাগালের কিছু দূরেই রয়েছ চিরকাল।

তোমার শব্দ নেই, তবু আমি তোমাকে শুনি,

তোমার মুখ নেই, তবু চোখ রেখে দিন গুনি।

২০

গায়ে তোমার সাদা জামা, মাথায় খোলা চুল,

কালকে পরে ঘুরেছিলে, ভুল নয় বিলকুল।

সাদা জামা নীল হয়েছে, বেঁধেছ চুলে খোঁপা ---

রঙ বদলের মরীচিকায় আমি পাথর, আমি বোকা।

২১

রাস্তাগুলো চলে যায়, শেষ হয় না—

কোনো ঠিকানা নেই, সাইনবোর্ড ঝোলানো।

নাম লেখা থাকে, কিন্তু ঘরগুলো ফাঁকা।

এই মরীচিকার শহরে মানুষ নেই কোনো।

২২

জলের মত ভালোবাসা কাঁপে,

তুমি বলেছিলে—"থাকো, সব ঠিক হবে"।

আমিও তোমাকে করেছি বিশ্বাস ---

আহা! তার নিচে মরীচিকা কেন তবে।

২৩

তোমার আঙিনায় পা রাখতেই বৃষ্টি নামে ---

নাকে আসে মাটির সোঁদা গন্ধ ;

আঙিনা নদী হয়ে ওঠে, নদী মিশে সাগরে

দেখি সামনে মরীচিকা, দরজা বন্ধ।

২৪

তুমি চলে গেছ ---

তবু অন্তরে তোমাকে নিয়ে চলছে শ্রাবণের চাষ।

নাই-বা পাশে থাকো,

মরীচিকা বুকে ধরে তোমার ছায়ার সঙ্গে বসবাস।

২৫

আমি সেই নদী, যার জলে

তুমি একটিবার হাত ডুবিয়েছিলে।

তারপর তুমি মরালী হলে,

সেই থেকে আমি স্থিতধী ঘোলাজলে।

২৬

ছায়া এসে বলে—"আমি আলো"।

আলো বলে—"আমি তবে কে"?

বাস্তবতা মেঘে ঢাকা থাকে

তুমি ডাকো শুধু প্রহেলিকাকে।

২৭

আমি এক বিশাল শুষ্ক মরুভূমি ---

অথচ একফোঁটা জল দাও তুমি।

জল খুঁজতে খুঁজতে ক্রমশ নামি,

জল নয়, মরীচিকার সামনেই থামি।

২৮

আমি দেখতে পাচ্ছি, দুরে কিছু জ্বলছে ---

আলো, না আগুন?

আমি হাত রাখি আগুনে, হাত পোড়ে না ---

মায়া, না ফাগুন।

২৯

তুমি চলে গেলে, বিকেল কখন রঙহীন হল ---

কিম্বা বিকেল এলো-গেল, ভ্রুক্ষেপ নেই।

আলোর স্মৃতিরা ছায়া হয়ে আশ্রয় নিলো,

নাবিক আমি, মাঝ সমুদ্রে হারিয়েছি খেই।

৩০

কতবার লিখেছি তোমাকে --- "ভালো থেকো"।

ভালো থাকতে পেরেছি কি আমি?

আমার মেরুদণ্ড বেয়ে প্রতীক্ষা মোম হয়ে গলে ---

সে কথা জানে শুধু অন্তর্যামী।

৩১

বর্ষা এলে তোমার হাতের লেখা গন্ধ ছড়ায়—

ছুঁয়ে দেখি চিঠির ভাঁজে লেগে আছে বিকেল।

না-ভোলার কথা বলে আর্তি জানিয়েছিলে,

ভুলিনি। হৃদয়ের সাথে তার মেলামেশা ঢের।

৩২

তুমি বলেছিলে—"আমি ফিরে আসব"

তোমাকে বলিনি, আমি জানি তুমি ফিরবে না।

কারণ মরীচিকারাও আশ্বাস দেয়,

আর আশ্বাসগুলোই সবচেয়ে দীর্ঘায়িত যাতনা।

৩৩

তোমাকে নিয়ে কবিতা লিখতেও আমার ভয় হয় ---

যদি ভাবো তোমাকে জ্বালাতন করছি,

অসময়ে বৃষ্টি এনে তোমাকে ভিজিয়ে দিচ্ছি,

ভূত হয়ে ক্রমশ তোমার সংসারে ঢুকে পড়ছি।

৩৪

তোমার হাতে আমার মৃত্যু হয় বারবার

মৃত্যুর গন্ধ শুঁকে ফিরে আসি;

ফিরে এসে মুখোমুখি বসি অন্য আমার

তারপর এক বিমর্ষ শুকনো হাসি।

৪৫

ভালোবাসার নক্ষত্র জ্বলছিল আমার ভিতরে ---

অভিমানে ঘুমিয়ে পড়েছে তারা ;

জোনাক পোকার মত বাবুইয়ের ঘরে আলো দিয়ে

আর কারো ডাকে দিবেনা সাড়া।

৩৬

এখন দুঃসময়! পৃথিবী জর্জরিত রক্ত-হিংসা-দ্বেষে,

অথচ তুমি দিচ্ছ পাথরের কাঁধে ভোরের ঘুম।

স্বপ্নের ভেতরে ভাড়া নেওয়া ঘরে শুয়ে একা একা

করছো নিজেকে অন্যভাবে খুঁজে নেওয়ার ধুম।

৩৭

আমার কবিতাগুলি পড়ো না তুমি ---

ভাবো, শব্দের মধ্যেও ফাঁদ পেতে রাখি।

ভুলে যাবার ল্যাবিরিন্থ জুড়ে এখনো

স্মৃতির দরজা খুললেই বাজ পড়ে নাকি?

৩৮

আমি তোমার ঘড়ির কাঁটার নিচে চাপা পড়া নাম,

তুমি আমার ভবিষ্যতের জন্য তুলে রাখা ছায়া।

বাতাসে চূর্ণ হয়ে যাওয়া আমার ঠিকানা এখন

মনের খাঁচায় রাখা প্রাক্তনের পদচিহ্ন, শুধু কায়া।

৩৯

বৃষ্টি এলে জানলা খুলে দাঁড়ায় ---

বৃষ্টির ভিতরে মেঘবালিকা হাঁটে।

মেঘ থেকে জল বৃষ্টি হয়ে নামে,

বৃষ্টি নামে আমার চেতনার তটে।

৪০

আমার ভেতরে আজ অনেক দরজা ---

কোনটা খুলে দেখি তুমি নীল ব্যাগ হাতে।

কোনটাই গেছে আঁকাবাঁকা চোরা পথ ---

কোনটার চাবি তুমি নিজেই রেখেছ হাতে।

৪১

আহা! কল্পলোকে বৃষ্টি হলে তোমার গল্প লিখি,

কোথাও তো জল জমে নি হৃদয়ে জল একি!

সেই জলেতে ভাসি ডুবি তোমায় দেখি যত

নিজেই নিজের ছবি আঁকি সৃষ্টি আত্মজাত।

৪২

দূরের আলো ডাকছে যে বারবার,

পায়ের তলায় ছায়া কাঁপে থরথর।

চোখের জলে কিসের জলোচ্ছবি

তোমার জন্য কবিতা ও তার কবি।

৪৩

সুর ছিল মনে, তৃষ্ণা ছিল হৃদয়ে

চোখে ছিল মরীচিকার হাতছানি;

বনের পথ ধরে হেঁটে যেতে যেতে

পায়ের শব্দে নদীর গান শুনি।

৪৪

জোছনা রাতে কখনো বসেছো

নিজের মুখোমুখি?

নিস্তব্ধ রাতে বালুতটে এঁকেছো

জীবনের আঁকিবুঁকি?

৪৫

অরণ্যকে পূর্ণ লাগে তুমি পাশে থাকলে

এ-বুকে যে কাঁপন জাগে তুমি হাত রাখলে

তোমার ঘামে, গন্ধে জাগে মরীচিকার স্বপ্ন

জীবন রুক্ষ মরুভূমি, হৃদয় আমার ভগ্ন।

পর্ব ৩: সে আর আসে না কখনো

৪৬

আমার দরজা ঠেলে কেউ কেউ উঁকি দেয়--

তুমি আর আসো না কখনো।

শব্দে, ছায়ায়, প্রশ্নে আর কবিতার ভিতরে

বৃষ্টি ঝরে, বৃষ্টি ঝরে তখনো।

৪৭

আমি যাই তবে ফিরে আসি বারে বারে

কিছু পাই না জেনেও আবার সেখানে যাই।

শূন্য হাতে ফিরতে ফিরতে ভাবি

যদি কখনো কোনদিন স্বপ্নটা সত্যি হয়।

৪৮

শেষ পর্যন্ত মরীচিকাও ক্লান্ত হয়,

তোমার জন্য ক্লান্ত হবো না কখনো।

ছায়ার পাশে পাশে হেঁটে যাবো

যখন নিস্তব্ধ পৃথিবী একা র'বে তখনো।

৪৯

"সকলেই কবি নয়, কেউ কেউ কবি" ---

কবির সে কথা মনে পড়ে খুব;

কবিতার ভাঁজে তোমাকে লুকাবো বলে

গানের জলসায় থাকি না চুপ।

৫০

তোমার নাম আমি মনে মনে বলি ---

মনে মনে, ঠিক অকারণে,

যেমন নদী তীরে ফিরে ফিরে আসে,

জলের শব্দ হৃদয়ে অনুরণনে।

৫১

আমারই আত্মায় দ্বিখণ্ডিত তুমি

দূর সম্পর্কের ছায়াপথ,

তুমি আছো জানি প্রেমে অপ্রেমে

আমি আলোর পিয়াসী মথ।

৫২

তুমি ভাবো ---

আমি তোমাকেই ভালোবাসি।

কিন্তু সেই তুমি এই তুমি নও,

যাকে ভালোবেসে স্রোতে ভাসি।

৫৩

কবিতার অরণ্যে তুমি হয়তো বেমানান ---

স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করো আয়নায় বা কাঁচে।

আমাকে ভেবোনা তুমি তোমারই অনুদান ;

জেনো, প্রেমে ভুল হলে, কিছু সত্য বাঁচে।

৫৪

কফির কাপে ঠোঁট ছোঁয়াবো, ঠোঁট ছোঁয়ালে

পুরোনো দিন, তোমার স্মৃতি ফিরে আসে।

যা নিয়ে জীবনযাপন, সেসব কিছু সরিয়ে রেখে

উষ্ণ চুমুক, তোমার ছায়া বাহুর পাশে।

৫৫

আকাশে তোমার নাম লিখি মেঘ দিয়ে ---

অভিমানে তুমি জল হয়ে ঝরো।

পৃথিবীর বুকে এসে তুমি শ্যামলিমা হয়ে

আমারই অন্তরে বসত করো।

৫৬

তুমি ছিলে না, তবু হেঁটেছিলাম বহু পথ।

তোমার নাম ধরে ডেকেছিলাম বাতাসকে।

বুঝিনি, মরীচিকার প্রেম এতটা মধুর হবে,

দূর থেকে দেখে দূরেই রেখেছি তোমাকে।

৫৭

ভাবি, প্রতীক্ষা একদিন মরে যাবে, প্রতীক্ষা শেষ হবে

তুমি শুনে নেবে এ-হৃদয়ে কল্লোলিত ঝর্ণার ধ্বনি।

অথচ প্রতীক্ষাকাতর হয়ে আকাশ বদলে ফেলে রঙ,

রৌদ্র শুকিয়ে যায় পাথরে; পাথরও হয় অভিমানী

৫৮

জীবনের কত বিচিত্র গলিপথ ---

এদিকে বাঁক, ওদিকে বাঁক।

তোমাকে খুঁজতে গিয়ে বুঝি

শব্দের ভিতরে এ-জীবন নির্বাক।

৫৯

কবিতার কূলে জন্ম নিয়েছ, পদ্যরমনী তুমি;

শব্দেই ফুটে তোমার যৌবন, ঘ্রাণ নিই তার আমি।

স্মৃতির ভেতরে পাঠশালা আছে, আর আছে বই,

বই ও স্মৃতির করিডরে হাঁটি তবু বৃষ্টি নামছে কই।

৬০

আমার চোখের ভিতরে বিশ ইঞ্চি দূরদর্শন ---

পারফর্ম করে চলেছ বিরামহীন ;

চোখের সামনে ভাসে মরীচিকাময় দিগন্ত ---

চোখ বন্ধ করে দেখি সারাদিন।

৬১

স্মৃতির দরজা খুললেই হাওয়া ভেসে আসে,

ক্যালেন্ডারের শূন্য দিনগুলোকে নাড়া দেয়।

আমার ভিতরে যত সব ঘুমিয়ে পড়া তারা

সময়ের যত নীল শুষে নিজেও বিদগ্ধ হয়।

৬২

আমার কবিতার খাতা নিয়েছিলে, স্পর্শ ছিল তাতে,

তোমার স্পর্শ পুড়ে পুড়ে নীলচে ছাই হয়ে লেগেছিল।

কবিতারা গুমরে গুমরে কেঁদেছিল কোন নির্জন রাতে,

আমার অশ্রুর উপরে তোমার চিলেকোঠা দাঁড়িয়েছিল।

৬৩

আমার প্রেম একদিন চাঁদের কানে ফিসফিস

করে বলে যাবে বেঁচে থাকা মন খারাপের কথা ;

ভাঙ্গা আয়নার ভিতরে আটকে থাকা হাসিমুখ

নিয়ে তুমি ঠেলে দেবে অনন্ত বিরহ ক্রন্দন ব্যথা।

৬৪

আমি পাখির ঠোঁটে প্রশ্নগুলো পাঠাই তোমাকে---

লাল-নীল-হলুদ আকাঙ্ক্ষার ফুল;

বাতাসেও শব্দ জাগে, জোছনা ঢলে পড়ে চিবুকে ---

তুমি জানালায় নিজেতে মশগুল।

প্রেম, যত গভীরই হোক, সবসময় ধরা পড়ে না—কিন্তু সে থেকেই যায় ভাষাহীন এক আলো হয়ে। "মরীচিকার উপাখ্যান"-এর কবিতাগুলি সেই আলোর একটু ছায়া মাত্র, যা পাঠ শেষে হয়তো একধরনের হালকা বিষাদ রয়ে যায়, কিন্তু তার মাঝেই লুকিয়ে থাকে আত্মোপলব্ধির আলোছায়া। জীবনের বাস্তবতা আর হৃদয়ের মরীচিকা—এই দুইয়ের টানাপোড়েনই এ-কবিতার উৎস।